মহাপরিচালক
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর
ঢাকা- ১২০৭

বাণী

বিশ্বজনীন প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে জ্ঞান, দক্ষতা ও উদ্ভাবনী শক্তি অপরিহার্য। গুণগত ও মানসম্মত শিক্ষার (quality education) পাশাপাশি উচ্চমানের দক্ষতা অর্থনৈতিক সক্ষমতা অর্জনের পরিপূরক। আর অর্থনৈতিক সক্ষমতা অর্জনের নিয়ামক হলো কারিগরি শিক্ষা। কারিগরি শিক্ষার প্রচার-প্রসার ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি, কর্মসংস্থান, পাবলিক- প্রাইভেট পার্টনারশীপ, ইন্ডাস্ট্রি-ইনস্টিটিউট লিংকেজ, যুগোপযোগী কারিকুলাম, এনরোলমেন্ট বৃদ্ধি, শিক্ষক-প্রশিক্ষণ, প্রজেক্ট-পলিসি সাপোর্টসহ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার গুরুত্ব অপরিসীম।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (MDG) দিগন্ত রেখায় ২০১৫ সনের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭০ তম অধিবেশনে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট "২০৩০ এজেন্ডা" গৃহীত হয়। অতঃপর সারাবিশ্বের মানুষের জন্য এক সমৃদ্ধ ও শান্তিময় পৃথিবী গড়ে তোলার অঙ্গীকারে ২০১৬-২০৩০ মেয়াদে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) অর্জনের অভিযাত্রা শুরু হয়েছে। SDGs এর অভিষ্ট অর্জন অভিযাত্রায় ১৭ টি অভিষ্ট এবং ১৬৯ টি সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশও এই অভিযাত্রার গর্বিত অংশীদার।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত 'রূপকল্প ২০২১' এবং 'রূপকল্প ২০৪১' এর প্রধান লক্ষ্য হলো ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়া এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের মর্যাদা লাভ করা। এ লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজন কারিগরি জ্ঞান সমৃদ্ধ দক্ষ জনশক্তি। এ কারণে দেশের বিপুল কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে বর্তমান সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনকে সামনে রেখে ইতোমধ্যে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষার্থী ভর্তির হার ২০২০ সালের মধ্যে ২০% এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০% এ উন্নীত করার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর কারিগরি শিক্ষার সার্বিক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের প্রতি লক্ষ্য রেখে এনরোলমেন্ট বৃদ্ধি, প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোর উন্নয়ন, যুগোপযোগী কারিকুলাম, দেশে-বিদেশে শিক্ষক প্রশিক্ষণ, ইন্ডাস্ট্রি-ইনস্টিটিউট লিংকেজ, শিক্ষার্থীদের বৃত্তি ও উপবৃত্তি প্রদান, জব প্লেসমেন্ট সেল গঠন, জব ফেয়ার ও স্কিলস কম্পিটিশন সংশ্লিষ্ট নতুন প্রকল্প গ্রহণসহ নানাবিধ কর্মসূচি পরিচালনা করছে।

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তি সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৪৯টি সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি আরো ২৩টি নতুন ও অত্যাধুনিক পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসহ বিভাগীয় শহরে ০৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও দেশের ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ ও ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স চালু করা হয়েছে। একইসাথে সার্টিফিকেট লেভেলে শিক্ষার্থী ভর্তি সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ দেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন এবং বিভাগীয় শহরে ০৮টি মহিলা টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। কারিগরি শিক্ষায় বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য ০৫% কোটা এবং নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য মহিলা কোটা ১০% থেকে বাড়িয়ে ২০% করা হয়েছে। ফলে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কারিগরি শিক্ষায় ১২,৭৮,১২৮ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে। এতে কারিগরি শিক্ষায় এনরোলমেন্ট বর্তমানে ১৫.১২% এ উন্নীত হয়েছে। বৈশ্বিক শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনশক্তি তৈরি ও একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এ সব কার্যক্রম সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

দেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রণীত কর্মপরিকল্পনা একটি মাইলফলক। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ২০২১ সাল নাগাদ মধ্যম আয়ের দেশ, ২০৩০ সাল নাগাদ SDGs লক্ষ্য মাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত সমৃদ্ধ দেশ গঠনে "সমন্বিত TVET কর্মপরিকল্পনা" বাস্তবায়ন করে ডেলটা প্লানের সোপানে পৌঁছার পর্যায়ে উন্নীত করার কার্যক্রম গ্রহনের দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করছি।

রওনক মাহমুদ